Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.38-44
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ন্যায় মতে আত্মার লক্ষণ – একটি আলোচনা

পূজা ভকত
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Maharṣi Gotama is said to be the founder of Nyāya Philosophy. The author has mentioned sixteen categories in his Nyāyasūtra. These are pramāṇa, prameya, saṃśaya, prayojana, dṛṣṭānta, siddhānta, avayava, tarka, nirṇaya, vāda, jalpa, vitaṇḍā, hetvābhāsa, chala, jāti and nigrahasthāna. True knowledge of these categories is the cause of liberation (apavarga). After discussing the first category pramāṇa he has mentioned the second category prameya. It is of twelve kinds. These are ātman, śarīra, indriya, artha, buddhi, manas, pravṛtti, doṣa, pretyabhāva, phala, duḥkha and apavarga. Ātman or soul is of two kinds namely jivātma and paramātmā. The main incentive (prayojana) of this system is to get liberation of individual souls (jivātma). An individual soul can attain liberation through two ways. One is directly through the knowledge of twelve objects of valid knowledge (prameya) and another is gradually through the knowledge of fifteen categories (except prameya). Nyāyaśāstra has been discussed in three stages, called uddeśa, lakṣaṇa and parīkṣā. Uddeśa is naming the main topics of the philosophy. Lakṣaṇa is defining the main topics and parīkṣā is the critical examination of the main topics. So, after naming the first object of knowledge (ātman), the author has given the definition of it. To define ātman, he has said that the probantia (liṅga) for the inference of the self are desire (icchā), aversion (dveṣa), motivation (prayatna), pleasure (sukha), suffering (duḥkha) and knowledge (jῆāna). There is a dispute regarding the meaning of the term probantia (liṅga) among the Nyāya philosophers. I shall discuss the said dispute in this paper and try to give my opinion in this regard.

Keywords: Nyāyasūtra, prameya, jivātma, paramātmā, apavarga and liṅga.

ন্যায় দর্শন আন্বীক্ষিকী বিদ্যা হলেও মোক্ষ উপযোগী শাস্ত্র। তাই মহর্ষি গৌতম তার ন্যায়সূত্রে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের প্রথম সূত্রে মোক্ষ উপযোগী ষোড়শ পদার্থের নাম উল্লেখ করেছেন।[১] প্রথম পদার্থ প্রমাণের লক্ষণ ও বিভাগের আলোচনার পর তিনি প্রমেয় পদার্থের উদ্দেশ্য ও বিভাগ করেন - "আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।।"[২] প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে যে পদার্থগুলিকে যথার্থ ভাবে জানলে মোক্ষ হয়, সেই প্রমেয় পদার্থ গুলির দ্বাদশ প্রকার বিভাগ ও বিশেষ বিশেষ নামের উল্লেখ মহর্ষি এই প্রমেয় বিভাগ সূত্রে দেখিয়েছেন। এখানে প্রকৃষ্ট মেয় অর্থাৎ

সাক্ষাৎভাবে মোক্ষের জনক জ্ঞানের বিষয় কে প্রমেয় বলা হয়েছে। আত্মা প্রভৃতির দ্বাদশ পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। প্রমাণ প্রভৃতি অপরাপর পঞ্চদশ পদার্থের জ্ঞান পরম্পরায় মোক্ষের জনক হয়ে থাকে। প্রমেয় সমূহের মধ্যে প্রথম প্রমেয় হল আত্মা। যদিও জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে আত্মা দ্বিবিধ, তথাপি প্রথম প্রমেয়রূপে যে আত্মার উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল জীবাত্মা। ন্যায়দর্শনের পরম প্রয়োজন যে অপবর্গ, সেই অপবর্গ হল জীবাত্মারই পরম পুরুষার্থ। তাই প্রমেয় পদার্থগুলির মধ্যে জীবাত্মাই প্রধান। এই জীবাত্মা সমস্ত সুখ-দুঃখের দ্রষ্টা, সমস্ত সুখ-দুঃখের ভোক্তা। অসংখ্য প্রমেয় থাকলেও আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় বিষয়ে নানা প্রকার মিথ্যাজ্ঞান বশতঃ জীবাত্মার সংসার হয়, আর তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ মুক্তি হয় বলে 'প্রমেয়' শব্দটি আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় অর্থে পারিভাষিক। তবে প্রধানভাবে আত্মা - বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের কারণ। আত্মায় মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা বদ্ধ এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হন।

মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অহ্নিকের দশম সূত্রে আত্মার লক্ষণ করেন - ''ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ- জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্।।''[৩] অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান এইগুলি হল তার লক্ষণ।

ন্যায় শাস্ত্রের ত্রিবিধ প্রবৃত্তি - উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও পরীক্ষা। যে ক্রমে উদ্দেশ্য হয়, সেই ক্রমেই লক্ষণ ও পরীক্ষা হয়। তাই পূর্বসূত্রে যেহেতু আত্মারই প্রথমে উদ্দেশ্য হয়েছিল, তাই এই সূত্রে আত্মারই প্রথমে লক্ষণ করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যেই মহর্ষি গৌতমমুনি আত্মার লক্ষণ করেছেন এই সূত্রে – 'ইচ্ছাদ্বেষ' – ইত্যাদি। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে সূত্রস্থ লিঙ্গপদের অর্থ হল হেতু বা অনুমাপক। কেননা, ইচ্ছাদি গুণের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয়। বৈশেষিকসূত্রেও এদের আত্মার অস্তিত্বের সাধকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে- ''প্রাণাপাননিমেষোন্মেষজীবনমনো গতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নশ্চাত্মনো লিঙ্গানি।''[৪]

এই অনুসারে প্রশস্তপাদভাষ্যেও বলা হয়েছে- 'সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নৈশ্চ গুণৈর্গুন্যনুমীয়তে'।[৫] বস্তুতঃ পক্ষে লিঙ্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তির দিক থেকেও ঐ অর্থ বোঝা যেতে পারে। তাই সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বলা হয়েছে - '... লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে অপ্রত্যক্ষহর্থঃ যেন তৎ লিঙ্গম্।'

কিন্তু মহামনীষী বিশ্বনাথাচার্য লিঙ্গপদের ঐ রূপ অর্থ গ্রহণ করেননি। লিঙ্গ পদটির অনুমাপক বা হেতু এই অর্থ গ্রহণ করলে দুটি দোষ হয় । তার প্রথম দোষটি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেছেন – 'অত্র চ' ইত্যাদি। অর্থাৎ আশঙ্কা এই যে, আত্মার প্রত্যক্ষ-ই যখন সম্ভব তখন তার অস্তিত্বের সাধনের জন্য হেতু প্রদর্শন অনুচিত। নিয়মও আছে যে, 'ঋ জুমার্গেণ সিদ্ধান্তং কোহি বক্রেণ সাধয়েৎ' ইতি অর্থাৎ সরল মার্গেই সিদ্ধি সম্ভব হলে তা কে বক্রমার্গে সাধন করতে চায় ? অন্যত্রও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বলা হয়েছে –

''অক্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থংপর্বতংব্রজেৎ।
ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বক্রমাচরেৎ॥''[৬]

তবে আত্মার যে, প্রত্যক্ষ হয়, তা কিরকম? লৌকিক না অলৌকিক? আত্মা বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য না হলেও মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। ভাষাপরিচ্ছেদে বলা হয়েছে – ''অহংকারস্যাশ্রয়ো হং মনোমাত্রস্য গোচরঃ।''[৭] ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরভট্টও একই কথা বলেছেন –

"যদ্যপ্যাত্মাহং মমেতি স্বকর্মোপার্জিতকায়করণসম্বন্ধোপাধিকৃতকর্তৃতা
স্বামিত্বরূপসম্ভিন্নো মনসা সংবেদ্যতে
তথাপ্যত্রাপ্রত্যক্ষত্ববাচো - যুক্তির্বাহ্যেন্দ্রিয়াভিপ্রায়েণ।"[৮]

কিন্তু 'তত্রাত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে' এই বাৎস্যায়নাচার্য ভাষ্যে আত্মার মানসপ্রত্যক্ষ - বিষয়ত্বও নিরাকৃত হয়েছে। 'তত্রাত্মা মনশ্চাত্যক্ষে' এই বৈশেষিকসূত্রের উপস্কারটীকায় শঙ্কর মিশ্রও আত্মার মানসপ্রত্যক্ষযোগ্যতার তিরস্কার করে সর্ববিধ লৌকিক প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব খণ্ডন করেছেন। তবে আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষবেদ্যতা না থাকলেও যোগিগণ কিন্তু আত্ম মনঃসংযোগবিশেষের দ্বারা আত্মার অলৌকিক প্রত্যক্ষে সমর্থ হন। তাই এবিষয়ে বৈশেষিক সূত্রে বলা হয়েছে –

"আত্মন্যাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মপ্রত্যক্ষম্।"[৯]

যদি এর পরেও বলা হয় যে, লিঙ্গ পদটি হেতু অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। তবে আত্মার অস্তিত্বমাত্রের সাধকরূপে নয়, অন্যথা পূর্বের আপত্তি হত। কিন্তু আত্মা যে শরীরাদি হতে অতিরিক্ত তার সাধনের জন্য ইচ্ছা প্রভৃতির লিঙ্গত্ব হেতুত্ব কথিত হয়েছে। কিন্তু এরকমও বলা যাবে না, কেননা, মহর্ষি গৌতম -এর ন্যায়সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে শরীরাদি হতে আত্মার ভিন্নত্ব সাধিত করেছেন। যদি সেই বিষয়-ই বর্তমান সূত্রের প্রতিপাদ্য হয়, তাহলে তৃতীয় অধ্যায়ে যে আত্মার শরীরাদি অতিরিক্তের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়ে পড়বে। এই কারণে এই কথাও বলা যাবে না।

দ্বিতীয় দোষটি এই যে, উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এই হল শাস্ত্রের ত্রিবিধ প্রবৃত্তি। এখন যদি পূর্বসূত্রে দ্বাদশ আত্মাদি প্রমেয়ের উদ্দেশের পর বর্তমান সূত্রে প্রথম প্রাপ্ত আত্মার লক্ষণ না কীর্ত্তিত হয়, আত্মার অস্তিত্ব পরীক্ষিত হ,তাহলে উদ্দেশের পরই লক্ষণ কীর্ত্তিত না হয়ে পরীক্ষা সূচিত হওয়ায় ন্যায় শাস্ত্রের রীতি লঙ্ঘিত হওয়ায় শাস্ত্রের ন্যূনতার আপত্তি হবে।

অতএব এই দোষ সমূহ - এর উৎখাত করার জন্য মহামনীষী বিশ্বনাথাচার্য লিঙ্গ পদের অর্থ করলেন লক্ষণ। তাই তিনি বললেন, 'লিঙ্গপদস্য লক্ষণার্থত্বাৎ'। একথাও বলা যায় না যে, লিঙ্গ পদটির তা প্রসিদ্ধ হেতু বা অনুমাপকরূপ অর্থ পরিত্যাগ করে অপ্রসিদ্ধ লক্ষণরূপ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়। কেননা লিঙ্গপদটির লক্ষণরূপ অর্থটিও শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। শুধু তাই নয়, এই অর্থ করলে বরং পূর্বে কথিত দোষদ্বয় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, 'ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানানি' এই পদটিও সর্বপদার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাসে নিষ্পন্ন। অতএব ইচ্ছাদি হল আত্মার লক্ষণ। এখন ইচ্ছাবত্ত্ব, দ্বেষবত্ত্ব ইত্যাদি প্রত্যেকে আত্মার এক একটি লক্ষণ, নাকি এদের সমুদায় আত্মলক্ষণ? প্রথমতঃ পূর্বপক্ষী বলেছেন যে, ইচ্ছাবত্ত্ব প্রভৃতি মিলিতভাবে আত্মার একটিমাত্র লক্ষণ। তাঁদের পক্ষে যুক্তি এই যে, ইচ্ছাদ্বেষপ্রত্নসুখদুঃখজ্ঞানানি - এই পদে বহুবচন প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু 'লিঙ্গম' এই পদে একবচন প্রযুক্ত হয়েছে। 'ত্রয়ঃ সমুদিতাঃ হেতুঃ' এই কাব্যপ্রকাশকারকথিত রীতি অনুসারে সুত্রকারেরও অভিপ্রায় এই যে, ইচ্ছাদির সমুদায়ই হল আত্মার লক্ষণ। সমূহের একত্বনিবন্ধন একবচনার্থ একত্বেরও সমূহে অন্বয় সম্ভব হয়। কিন্তু এমতটি অযৌক্তিক। কেননা ইচ্ছা প্রযত্ন জ্ঞানগুলি জীবাত্মা ও পরমাত্মার আত্মমাত্রেরই লক্ষণ হলেও সুখ, দুঃখ, দ্বেষ ইত্যাদি আত্মমাত্রেরই লক্ষণ নয়। ফলতঃ যদি ইচ্ছাদি মিলিতভাবে আত্মমাত্রের লক্ষণ একথা বলা হয়, তাহলে ইচ্ছা, প্রযত্ন, জ্ঞান এগুলি আত্মমাত্রেই

সঙ্গত হয় ঠিকই, তবু কিন্তু সুখদুঃখ দ্বেষ এগুলি তো সঙ্গত হয় না। অতএব ইচ্ছাদি মিলিতভাবে আত্মার লক্ষণ একথা বলা অযৌক্তিক। তার অপেক্ষায় ইচ্ছাদির এক একটিকে আত্মার লক্ষণ বলাই উচিত।

পূর্বপক্ষী বলতে পারেন ইচ্ছাদির একৈক আত্মার লক্ষণ একথাও বলা চলে না। কেননা ব্যর্থতার আপত্তি হবে। তা এরকম যে, ইচ্ছা প্রভৃতি হল আত্মার বিশেষগুণ। অতএব এর বিশেষগুনত্বশতঃ এই গুণগুলি কেবলই আত্মায় সমবেত, অন্যত্র থাকে না। তাই ইচ্ছাদির যে কোনো একটিই আত্মার লক্ষণ হতে পারে। আর যখন ইচ্ছাই কেবল, বা জ্ঞানই কেবল, বা প্রযত্নই কেবল আত্মার লক্ষণ হতে পারে তখন এতোগুলি বিশেষগুণকে লক্ষণের ঘটকরূপে কেন গ্রহণ করা হয়েছে? এর কোনো বিনিগমনা নেই এবং অধিকগুণের প্রবেশবশতঃ ব্যর্থতা দোষ হয়। তাই বৃত্তিকার বললেন - 'বৈয়র্থ্যাৎ'।

বিশ্বনাথের মতে ইচ্ছাদি মিলিতভাবে আত্মার লক্ষণ নয়। তাঁর যুক্তি এই যে, আত্মার উদ্দেশের পর শিষ্যগণের জিজ্ঞাসা হয় যে, আত্মার লক্ষণ কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি গৌতম ইচ্ছাদির অভিধান করেছেন। তবে ইচ্ছাদি যে মিলিতভাবে এখানে আত্মার লক্ষণ - তার পক্ষে কোনো বিনিগমনা নেই, কোনো প্রত্যায়ক নেই, তাই বিশ্বনাথ বললেন, "কিংলক্ষনমিত্যাকাঙক্ষায়ামিচ্ছাদীনামভিধানাৎ মিলিতং লক্ষণমিতি প্রত্যায়কাভাবাৎ''

যদি বলা হয় যে , লিঙ্গম্" এই পদে একবচনের প্রয়োগই মিলিত লক্ষণের প্রতি বিনিগমনা। যেমন - মহর্ষি গৌতম 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ' এই সূত্রে পদার্থপদোত্তর প্রযুক্ত একবচনের দ্বারা যেমন জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি এই ত্রয়ের সমুদায়ে একটিই শক্তি, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নয় - এই তাৎপর্য বুঝিয়েছেন, তেমনই ইচ্ছাদি গুণবাচকপদের উত্তর বহুবচন প্রয়োগ করেও 'লিঙ্গম্' এই একবচনের প্রয়োগের দ্বারা ইচ্ছাদির সমুদায়ই হল আত্মার লক্ষণ - এই তাৎপর্যই মহর্ষি সূচিত করেছেন। অতএব মিলিতের লক্ষণত্বে প্রত্যায়ক নেই একথা বলা চলে কী প্রকারে?

এর উত্তরে বলা চলে যে, 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ' - এখানে জাত্যাদিত্রয়ের সমুদায়ে একটি শক্তি স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা আছে। আর তা এই যে, জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি - এরা পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করে পৃথক পৃথক রূপে ভাসিত হয়না। যেমন- 'গামানয়' বললে গোব্যক্তি, গোত্বজাতি ও তার অবয়বসংস্থানাত্মক আকৃতি এই তিনটিই বোধিত হয়। গোশব্দ থেকে কেবল গোব্যক্তির বোধ হয়, জাতি ও আকৃতির বোধ হয় না একথা বলা চলে না। তা অনুভববিরুদ্ধ। তাই ভাষাপরিচ্ছেদের দিনকরী টীকায় বলা হয়েছে - 'অত্র চ পরস্পরপরিত্যাগেন পরস্পরস্য বোধাভাবাৎ ত্রিষু একৈব শক্তিঃ'। আর একটি কথা এই যে, উক্ত তিনটিতে একটি শক্তি স্বীকারে অন্য বাধাও উপস্থিত হয় না। কিন্তু ইচ্ছাদিকে মিলিতভাবে আত্মার লক্ষণ বলার প্রতি কোনো পূর্বোক্ত প্রয়োজনীয়তা নেই। যদি 'লিঙ্গম' এখানে একবচনের প্রয়োগই তার প্রতি প্রত্যায়ক বলা হয়, তাহলে বলা যায় যে, একবচনের প্রয়োগ থাকলে পরেই তা মিলিতের বোধক হয় এমন বলা চলে না। তার ব্যভিচার স্থল অনেক আছে। যেমন - "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্" এই মহাভাষ্যকারের এই বচনে প্রয়োজন পদের উত্তর একবচনের প্রয়োগ থাকলেও রক্ষা, উহ্, আগম্, লঘু ও অসন্দেহ - এই পঞ্চবিধ মিলিতভাবে এই তাৎপর্যের বিষয়ীভূত নয়। বরং ঐ স্থলেও বেদরক্ষা প্রভৃতি একএকটিই তার প্রয়োজন একথাই সূচিত হচ্ছে। এইভাবে ইচ্ছাদির একত্রকটিই আত্মার লক্ষণ। কিন্তু মিলতভাবে তারা লক্ষণ নয়। এখন আর বলা যাবে না যে , 'লিঙ্গম্' - এখানে একবচনের প্রয়োগবশতঃই মিলিতের লক্ষণত্ব সূচিত হচ্ছে। তাছাড়া অনেকগুলি লিঙ্গ পদের ঐস্থলে একশেষ হওয়ায়

'নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চান্যতরস্যাম' (১/২/৬৯) এই সূত্রে এখানে একবচন হয়েছে একথাও বলা যায়। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, 'লিঙ্গম্' এখানে একবচনের প্রয়োগ হতে ইচ্ছাদির মিলিতভাবেই লক্ষণত্ব সূচিত হচ্ছে যেমন কিনা 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ' এক্ষেত্রে জাত্যাদিত্রিতয়ে একটিই শক্তি সূচিত হয়েছিল। তাহলে একথা বলা যায় যে, পদার্থসূত্রে ঐ অর্থ ধরেও কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় নি। কিন্তু আত্মলক্ষণ সূত্রে বাধক প্রমাণ উপস্থিত হয়। তা এই যে, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইচ্ছাদির মিলিতই যদি আত্মমাত্রের লক্ষণ হয়, তাহলে তা পরমাত্মাতে অসঙ্গত হবে, ইচ্ছাদি পরমাত্মায় থাকলেও সুখাদি না থাকায় ইচ্ছাদি মিলিতভাবে থাকে না। ফলে অব্যপ্তি দোষ হয়। অতএব ইচ্ছাদির এক একটিই আত্মার লক্ষণ।

অতএব ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি মিলিতভাবে আত্মার লক্ষণ নয়। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটিই তার লক্ষণ। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, 'ইচ্ছাবত্তম্ দ্বেষবত্ত্বং, প্রযত্নবত্তং , সুখবত্ত্বম্ , দুঃখবত্ত্বং জ্ঞানবম্ এই প্রত্যেকটিই হল আত্মার লক্ষণ। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, 'ইচ্ছাদ্যন্যতমবত্ত্বমাত্মত্বম্'- এই হল আত্মার লক্ষণ। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে গিয়ে বৃত্তিকার বলেন- 'তথাচ প্রত্যেকমেব লক্ষণম্'। এখানে এবকারের অর্থ অন্যযোগব্যবচ্ছেদ। এবকার যখন বিশেষ্যের সঙ্গে অন্বিত হয়, তখন তার অর্থ হয় অন্যযোগব্যবচ্ছেদ। অন্যযোগব্যবচ্ছেদ বলতে অন্য পদার্থের যে যোগ বা সম্বন্ধ তার ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ নিষেধ। যেমন 'পার্থ এব ধনুর্ধরঃ' এই বাক্যে এবকার 'পার্থ' এই বিশেষ্যের সঙ্গে অন্বিত। অতএব এখানে এবকারের অর্থ অন্যের সম্বন্ধের নিষেধ। তাই, উক্ত বাক্যটির অর্থ হল 'পার্থ এব ধনুর্ধরঃ', ন তু অন্যঃ'। অর্থাৎ পার্থেই ধনুর্ধরত্বের যোগ আছে পার্থ ভিন্ন কোনো পুরুষে ধনুর্ধরত্বের সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হচ্ছে। এইরকমভাবে, 'প্রত্যেকমেব লক্ষণ' এই বাক্যে ইচ্ছাবত্ত্ব প্রভৃতি প্রত্যেকটিই লক্ষণ, কিন্তু ইচ্ছাদ্বেষ প্রভৃতিতে মিলিতভাবে আত্মলক্ষণত্বের যাগে এখানে নিষিদ্ধ হচ্ছে।

আর একটি বক্তব্য এই যে, আত্মা দ্বিবিধ জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার চতুর্দশগুণ বর্তমান। তা হল, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার। এবং পরমাত্মার আটটি গুণ থাকে। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন এই তিনটি গুণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই থাকে। তাই জ্ঞানবত্ত্ব, ইচ্ছাবত্ত্ব ও প্রযত্নবত্ত্ব এই তিনটি আত্মমাত্রেরই লক্ষণ। কিন্তু সুখ, দুঃখ ও দ্বেষ এই তিনটি গুণ কেবলমাত্র জীবাত্মারই থাকে, ঈশ্বরের থাকে না। তাই সুখ ও দুঃখদ্বেষাদিমত্ত্ব জীবাত্মার লক্ষণ। এই অভিপ্রায়েই বৃত্তিকার বললেন, 'অত্র জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নানামাত্মাত্রস্য...'[১০] ইত্যাদি।

একথা অবধেয় যে,'ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃযজ্ঞানানি' এই পদটিও দ্বন্দ্ব সমাসে নিষ্পন্ন। ইচ্ছাদির প্রত্যেকটি আত্মার লক্ষণ হওয়া, সর্বপদার্থের প্রাধান্য এখানে সূচিত হচ্ছে। অতএব দ্বন্দ্ব সমাসও সর্বপদার্থ প্রধান হওয়ায়, সেই অর্থ সূচিত হচ্ছে। অতএব এখানে দ্বন্দ্ব সামস হয়েছে। তবে তার বিগ্রহবাক্যে ইচ্ছাদি পদে একবচন দ্বিবচন বা বহুবচন এদের কোনটির নির্দেশ হবে তাও বিচারসাপেক্ষ। 'ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চ প্রযত্নশ্চ ...' ইত্যাদি ক্রমে জাত্যভিপ্রায়ে একবচনের নির্দেশ থাকলেও উক্তপদটি নিষ্পন্ন হতে পারে। আবার জীবাত্ম নিষ্ঠ ইচ্ছা ও পরমাত্মনিষ্ঠ ইচ্ছা এই দৃষ্টিকোণ হতে যদি দেখা যায়, তাহলে সর্বত্র দ্বিবচনেও নির্দেশ করা যায়, 'ইচ্ছে চ দ্বেষৌ চ ...' ইত্যাদি। সেভাবেও উক্ত পদটি নিষ্পন্ন হতে পারে, আবার জীবাত্মা বহু হওয়ায় তন্নিবন্ধন ইচ্ছাদি ও অনন্ত হওয়ায় 'ইচ্ছাঃ চ দ্বেষাশ্চ প্রযত্নশ্চ...' এভাবে বহুবচনান্তরূপে গ্রহণ করেও ঐ

পদটি নিষ্পন্ন করা যেতে পারে। অতএব বিগ্রহ বাক্যে কি বচন হবে এ বিষয় চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বিগ্রহস্থ পদগুলিতে যে কোনো বচনই নির্দেশ করা যায়।

সবশেষে বলা যায় আসলে ন্যায়মতে, আত্মত্বসামান্যই হল আত্মার লক্ষণ। আত্মত্বসামান্যের আশ্রয় হল আত্মা। আর এই আত্মত্ব জাতি সুখ দুঃখ প্রভৃতির সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ হয়। জন্য - ইচ্ছাবত্ত্ব, দ্বেষবত্ত্ব প্রভৃতি হল জীবাত্মার লক্ষণ। যেহেতু ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি জীবাত্মাতে উৎপন্ন হয় এবং এগুলি জীবাত্মারই বিশেষগুণ। তবে ইচ্ছাবত্ত্ব, প্রযত্নবত্ত্ব ও জ্ঞানবত্ত্ব এই তিনটি জীবাত্মা ও পরমাত্মার সামান্য লক্ষণ। জীব জন্য ইচ্ছা, জন্য প্রযত্ন ও জন্য জ্ঞানের আশ্রয়, আর পরমেশ্বর (পরমাত্মা) নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন ও নিত্য জ্ঞান বিশিষ্ট। সুখবত্ত্ব ও দুঃখবত্ত্ব জীবাত্মারই লক্ষণ হতে পারে। অনেকে আবার জীবত্ব জাতিকেই জীবের লক্ষণরূপে অভিহিত করেছেন। কারণ 'সুখবত্ত্ব' প্রভৃতিকে জীবের (জীবাত্মার) লক্ষণ বললে মুক্ত আত্মাতে সুখাদি না থাকায় জীবলক্ষণ অব্যাপ্ত হয়। সুতরাং জীবত্বই জীবের লক্ষণ। জ্ঞানের অধিকরণ হল আত্মা। কিন্তু সুষুপ্তিকালে এবং মুক্তিকালে আত্মাতে জ্ঞান না থাকায় 'প্রতিযোগিব্যধিকরণজ্ঞানাভাবানধিকরণত্বম্' এভাবেই জীবাত্মার লক্ষণ বলা উচিত। ঘটাদি পদার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না বলে ঘটাদিতে যে জ্ঞানাভাব থাকে, তা প্রতিযোগিব্যধিকরণ জ্ঞানাভাব। আর এরূপ জ্ঞানাভাবের অধিকরণ হল ঘট। কিন্তু আত্মাতে সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে জ্ঞান না থাকলেও জাগ্রদবস্থায় জ্ঞান থাকায় আত্মা হল প্রতিযোগিব্যধিকরণজ্ঞানাভাবের অনধিকরণ।

তথ্যসূত্র:

১. 'প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত- সিদ্ধান্তাবয়ব -তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা- হেত্বাভাসচ্ছল - জাতি - নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ' – ন্যায়সূত্র - ১/১/৪।
২. ন্যায়সূত্র - ১/১/৯ ।
৩. ন্যায়সূত্র - ১/১/১০।
৪. বৈশেষিক সূত্র - ৩/২/৪।
৫. প্রশস্তপাদভাষ্য
৬. সাংখ্যাতত্ত্বকৌমুদী (সাংখ্যকারিকা - ১)
৭. ভাষাপরিচ্ছেদ
৮. ন্যায়কন্দলী, শ্রীধরভট্ট।
৯. বৈশেষিক সূত্র – ৯/ ১/১১
১০. ন্যায়সূত্রবৃত্তি - ১/১০/১০

গ্রন্থপঞ্জী:

১. তর্কসংগ্রহ (অন্নংভট্ট), নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত (১৪১৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা।

২. তর্কসংগ্রহ (অন্নংভট্ট), সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত (২০০৯), বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা।

৩. ন্যায়দর্শন (গৌতম), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত (২০১১)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা

৪. ভাষাপরিচ্ছেদ (বিশ্বনাথ), আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত (১৪১৩)। বিজয়ন।

৫. ভাষাপরিচ্ছেদ (বিশ্বনাথ), শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৩৭৭), সংস্কৃত পস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা।

৬. ভাষাপরিচ্ছেদ (বিশ্বনাথ), ডঃ অনামিকা রায় চৌধুরী (১৪২১), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা।

৭. বৈশেষিক দর্শন (কনাদ) প্রদ্যোত কুমার মন্ডল(২০১১) প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

৮. সাংখ্যকারিকা (ঈশ্বর কৃষ্ণ), শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু - সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য (২০০৭)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা।

৯. তর্কভাষা (কেশব মিশ্র), শ্রী গঙ্গাধর কর সম্পাদিত (১৪১৫), সেন্টার অফ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা।

১০. ন্যায়সূত্রবৃত্তিঃ (বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন) সেখ সাবির আলি (২০১৫)। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা।